SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন কার্যকারণতত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত সার

Dr. Partha Sarathi Das
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Sonada Degree College, Darjeeling, West Bengal, India
Email: daspartha349@gmail.com

Abstract: ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কোন দর্শন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে প্রমাণতত্ত্ব সকল কিছুই সেই সম্প্রদায়ের কার্যকারণতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষ করে, জগতের সৃষ্টি তত্ত্বটি। কার্যকারণতত্ত্বটি কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিষয়ক। কার্য ও কারণের লক্ষণ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ কোন মত ভিন্নতা নেই। কারণ কার্যের পূর্ববর্তী একথা যেমন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন তেমনই কার্যবস্তুকে প্রায় সকলেই উৎপত্তি বিনাশশীল বলে স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিষয়ে দার্শনিকরা একমত হতে পারেননি। চার্বাক বলেন কার্য ও কারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ কার্যবস্তুর যে কারণ স্বীকার করতেই হবে, এমন নয়। তাঁদের মতে কার্য আকস্মিক উৎপন্ন হয় বা কার্যের স্বভাব হল উৎপন্ন হওয়া। উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে চার্বাকের এই আকস্মিকতাবাদ খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, কার্যবস্তু হল কাদাচিৎক, যার অবধি আছে। কিছু কাল থাকে, কিছুকাল থাকেনা। যার অস্তিত্বের অবধি আছে, তার সেই অবধি অবস্থানের বা বিদ্যমানতার কারণও থাকবে। সুতরাং কাদাচিৎক বস্তুমাত্র সকারণক। কার্যবস্তুকে তিনি সাপেক্ষ বলেছেন। কার্যবস্তু যাকে অপেক্ষা করে তাই কারণ। ন্যায় ও বৈশেষিক কার্য ও কারণের মধ্যের সম্বন্ধকে ভেদসম্বন্ধ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে কার্য হল নতুনের উৎপত্তি বা আরম্ভ, যা পূর্বে কারণে ছিলনা বা অসৎ ছিল। তাঁদের কার্যকারণ সম্বন্ধীয় মত অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত বা প্রসিদ্ধ, যার অপর নাম আরম্ভবাদ। অপরদিকে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে সৎকার্যবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এঁরা কার্য ও কারণের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। এঁরা মনে করেন কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে সৎ থাকে। সাংখ্য, কার্য ও কারণকে অভিন্ন বলেন। সৎকার্যবাদের আবার পরিণামবাদ ও বির্বতবাদরূপে ভাগ রয়েছে। সাংখ্য পরিণামবাদী, শঙ্করাচার্য বির্বতবাদী, রামানুজ পরিণামবাদী হলেও সাংখ্যের পরিণামবাদ থেকে তাঁর ভিন্নমত। এই প্রবন্ধে ভারতীয় দর্শনে আলোচিত কতগুলি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত কার্যকারণতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে।

Keywords: কার্যকারণবাদ, চার্বাক, বৌদ্ধ, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য, সৎকার্যবাদ, অসৎ কার্যবাদ।

ভূমিকা—

কার্য থাকলে কারণের অনুসন্ধান সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সকলেই করে থাকেন। কিন্তু কার্যের ধারণা, কারণের ধারণা, সম্বন্ধের ধারণা, এগুলি দর্শনেরই একান্ত চর্চার বিষয়। কার্য কাকে বলে, কারণ কাকে বলে বা সম্বন্ধ কাকে বলে, এ সবের উত্তর দর্শনেই পাওয়া যায়। কার্য ঘটলে কারণ থাকবে, একথা স্বীকার

করলে কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়। সম্বন্ধের আবার নানা প্রকার রয়েছে। সম্বন্ধের একটি বিভাগ হল, ভেদ সম্বন্ধ ও অভেদ সম্বন্ধ। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির কেউ কার্য ও কারণের ভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন, কেউ অভেদ সম্বন্ধ। ফলে, বিভিন্ন কার্যকারণতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। আবার, কার্য থাকলে কারণ থাকতেই হবে, এমন কথা স্বীকার করেন না যাঁরা তাঁরা কার্যকে আকস্মিক বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন কার্যের স্বভাবই হল উৎপন্ন হওয়া। এই সকল বিভিন্ন কার্যকারণতত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্তসার এখানে আলোচিত হবে। কিন্তু তার পূর্বে কার্য ও কারণের ধারণাটি পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে।

জগতের সৃষ্টি ও লয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ন্যায় ও বৈশেষিকচার্যগণ কার্য কারণতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। কারণ ও কার্য হলো যথাক্রমে স্রষ্টা ও সৃষ্ট। স্রষ্টা কোন কিছু সৃষ্টি করে। স্রষ্টার এই সৃষ্টি হল কার্য। কাজেই, কারণ কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং কার্য কারণের অনুবর্তী ঘটনা। করণ ও কার্যের মধ্যে কালিক সম্পর্ক, পূর্বাপর সম্পর্ক। কারণের লক্ষণে অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহে' বলেছেন, 'কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি করণম্'— অর্থাৎ যা কার্যের পূর্বে থাকে, তাই কারণ। কিন্তু কারণের এইরূপ লক্ষণ হলে, লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। ন্যায় মতে, কারণ অসাধারণ অর্থাৎ বিশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনা। যা কেবল বিশিষ্ট কার্যের পূর্বেই থাকে, কিন্তু সব কার্যের পূর্বেই থাকে না। অন্নংভট্ট নিজেই স্বীকার করেছেন যে মূলগ্রন্থে তিনি কারণের যে লক্ষণ লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ নয়। এইজন্য তিনি স্বরচিত টীকা 'দীপিকাতে' কারণের নির্দোষ লক্ষণে বলেছেন—'অনন্যথাসিদ্ধ নিয়তপূর্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম্' অর্থাৎ কার্যের পূর্বে যার উপস্থিতি নিয়ত হবে এবং যে অন্যথাসিদ্ধ হবে না, তাকে কারণ বলা হয়। তন্ত্র, তুরী আদি পট নামক কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী এবং অন্যথাসিদ্ধ হতে ভিন্ন বলে পটের কারণ। এখানে কারণের লক্ষণে অনন্যথাসিদ্ধ, নিয়ত ও পূর্ববৃত্তি এই তিনটি শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল— ন্যায় মতে কার্য কি? কার্যের লক্ষণে অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহে' বলেছেন, 'কার্যং প্রাগভাব প্রতিযোগী' অর্থাৎ প্রাগভাবের প্রতিযোগীকে 'কার্য' বলে। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে তার যে অভাব, তাই প্রাগভাব। যার প্রাগভাব থাকে তা ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী। মৃত্তিকাতে ঘটের প্রাগভাব হচ্ছে ঘটের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীরা একত্র অবস্থান করে না। (ঘটের) প্রাগভাব ও তার প্রতিযোগী (ঘট) একত্রে অবস্থান করেনা। (ঘটের) প্রাগভাব বিনষ্ঠ হলে ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগী (ঘট) উৎপন্ন হয়। যা উৎপন্ন হয় (ঘট) তাই কার্য। ঘট উৎপন্ন হয়, তাই ঘট কার্য।

কার্যকারণ নিয়মবাদীগণ বলেন, কারণের গুণ কার্যে বর্তায়। কার্যকারণ নিয়ম সার্বত্রিক ও অব্যভিচারী। কোন দেশ বা কালে কারণ ছাড়া কার্য জন্মায় না। আস্তিক কার্যকারণ নিয়মবাদীগণ বলেন, স্রষ্টা ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকারণ নিয়মের উৎস। এই নিয়মের দ্বারা সৃষ্ট জাগতিক বস্তুকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন। অপর দিকে চার্বাকগণ মনে করেন, কার্যকারণ নিয়মতত্ত্ব অবাস্তব এবং বস্তুর সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর জাতীয় অলৌকিক, অদৃষ্ট কারণ বস্তু স্বীকার করা অনাবশ্যক। কার্যকারণ নিয়মবাদীর বিরুদ্ধে চার্বাকগণ বলেন ঘট, পট ইত্যাদি বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং একই সঙ্গে এদের উৎপত্তি ও বিনাশকেও প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু, তাঁদের কখনো কার্য বলে প্রত্যক্ষ করি না। কার্যত্ব অর্থ যদি শুধু উৎপাদবিনাশশীলতা হত, তাহলে না হয় বলা যেত যে, আমরা বিভিন্ন কার্য প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কোন বস্তুকে কার্য বলা মানে তাঁকে শুধু উৎপাদন ও বিনাশশীল বলা হয়, তার

উৎপত্তি যে কারণ জন্য, সেকথাও বলা। কিন্তু এমন কথা বলার কোন যুক্তি নেই।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ উত্তরে বলেন, ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থ কারণ জন্য, যেহেতু তা সাপেক্ষ পদার্থ। ঘট তার উৎপত্তির জন্য কুম্ভকার চক্র, যষ্টি কপালদ্বয়ের সংযোগ ইত্যাদি পদার্থের অপেক্ষা করে। পট তার উৎপত্তির জন্য তাঁতী, তাঁত, তন্ত্রসংযোগ ইত্যাদি পদার্থের অপেক্ষা করে। অতএব, যার উৎপত্তি যার অপেক্ষায় থাকে তা তার দ্বারা জন্য।

চার্বাকগণ আবার বলেন, আমরা অনুভবে শুধু এই পাচ্ছি যে কুম্ভকার, চক্র, যষ্টি ইত্যাদি পূর্বভাবী পদার্থ, ঘট পরভাবী পদার্থ। পরভাবী পদার্থ বলেই যে তা তার পূর্বভাবী পদার্থ সাপেক্ষ হবে, কোন কথা নেই।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থগুলি সবই অনিয়তকালবৃত্তি। ঘটটি অতীতে ছিল না, এখন আছে, ভবিষ্যতে থাকবে না, এরূপ পদার্থকে বলে কদাচিৎক পদার্থ। ঘটটিকে কুম্ভকার, চক্র, যষ্টি ইত্যাদি পূর্বভাবী পদার্থগুলির দ্বারা উৎপন্ন বলে স্বীকার করলেই শুধু তার কদাচিৎক স্বভাবের ব্যাখ্যা হয়। আমরা বলতে পারি যেহেতু কুম্ভকার তার চক্র, যষ্টি, কপালদ্বয়, কপালদ্বয়ের সংযোগ ইত্যাদির দ্বারা ঘট উৎপন্ন হয়। যেহেতু যে ক্ষণে এই কারণগুলির সমাবেশ ঘটে, তার পরক্ষণে ঘট উৎপন্ন হয়। এই কারণগুলির সমাবেশ সর্বদা ঘটে না বলেই ঘটও সর্বকালবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ ঘট উৎপত্তির প্রতি কারণ স্বীকার না করলে ঘটকার্যের সর্বকালবৃত্তির আপত্তি হবে।

চার্বাকগণ উত্তরে বলেন ঘট, পট ইত্যাদির স্বভাবই হচ্ছে সর্বদা না থাকা, কখনোও থাকা, কখনো না থাকা। অর্থাৎ যাকে কাদাচিৎকত্ব বলা হয়েছে আসলে তা বস্তুর স্বভাব ছাড়া কিছুই নয়। নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া যেমন জলের স্বভাব, সর্বকাল বৃত্তি না হওয়া তেমন ঘট ইত্যাদির স্বভাব। কাজেই, এই পদার্থগুলির কদাচিৎকত্ব এদের স্বভাব। সুতরাং, এই পদার্থগুলির কাদচিৎকত্ব ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য তাঁদের কারণজন্যত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই।

জড়বাদী চার্বাকগণ মনে করেন কার্যও কারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক বা অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। যেহেতু আবশ্যিকতা বা অনিবার্যতাকে প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না এবং প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাঁরা স্বীকার করেননি। অতএব তাঁদের মতে কার্য স্বভাববশে বা আকস্মিক উৎপন্ন হয়।

স্বভাববাদিগণ বলেন যে, যতই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, জগতের বহুরূপতা বা বৈচিত্র্য এবং অসাম্য কার্যকারণভাব রূপ সম্বন্ধের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতের আদি রহস্য অন্ধকারেই থেকে যায়। তাছাড়া, কার্যকারণ সম্বন্ধ অব্যভিচারী নয়, তার ব্যতিক্রমও আছে। কার্যকারণবাদিগণ বলেন যে, "কারণগুণাকার্য্যগুণমারভন্তে' অর্থাৎ কারণের যে গুণ, তা কার্য্যকে আশ্রয় করে। বস্ত্ররূপ কার্যের ক্ষেত্রে সূত্র বা তন্তু, তুরী বা মাকু এবং তন্তবায়-এরা সকলেই কারণ। কিন্তু দেশব্যাপনগুণে এটি কেবল উপাদান কারণ। তন্ত্র যত পরিমিতি স্থান অধিকার করে বস্ত্র তত পরিমাণ স্থানই অধিকার করে। তুরী, তন্তবায় প্রভৃতি কারণের দেশব্যাপনগুণ এতে সংক্রামিত হয় না। এই স্থলে কারণ থাকলেও কার্য বা তার গুণের উৎপত্তি হয় না এবং কার্যকারণনিয়মের ব্যভিচার ঘটে। সেইরূপ স্থলান্তরে কারণ না থাকলেও এক সময়ে কার্যের উৎপত্তি এবং সময়ান্তরে অনুৎপত্তি আকস্মিকভাবে বস্তুস্বভাব থেকেই হতে পারে। তার জন্য ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সচেতন ক্রিয়াশীল ঈশ্বর বা কার্যকারণভাবসম্বন্ধের উপর নির্ভর করতে হয় না। এই বস্তুর

স্বভাবনিয়মের সাহায্যে দেশ নিয়মের মত কাল নিয়মও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পদার্থ সমূহের প্রতিনিয়ত শক্তিই স্বভাব পদবাচ্য। 'স্বভাব পদার্থানাং প্রতিনিয়তশক্তিঃ'। এই স্বভাব থেকেই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উৎপত্তি, স্মৃতি ও বিলয়। 'স্বভাবো জগতঃ কারণম্'। স্বভাব বাদের জগদ্‌বৈচিত্র্যমুৎপদ্যতে স্বভাবতো বিলয়ং যাতি। স্বভাব এব হেতুঃ। স্বভাবিকং জগদিদম্। স্বভাবনিয়মেই ভূতচতুষ্টয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্কুল পরমাণু থেকেই চৈতন্যর উৎপত্তি। আবার স্বভাবনিয়মেই জড় চৈতন্যময় এই জগৎবৈচিত্র্যের সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই স্বভাব নিয়মের উৎপত্তি কেমন করে হল? স্বভাববাদিগণ বলেন যেহেতু কার্য কারণ সম্বন্ধ সব্যভিচারী, সকল কার্যেরই যে কারণ থাকে, তা নয়। কারণ ভিন্নও কার্যের উৎপত্তি হয়। যেমন, অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, অনিল সমস্পর্শ, কে এদের সৃষ্টি করেছে 'কৃত ইয়ং বিসৃষ্টি'? কেউ এদের সৃষ্টি করেনি। স্বভাব নিয়মেই এদের উৎপত্তি হয়েছে— 'স্বভাববাদের তদুপপত্তেঃ। অগ্নিরষ্ণো জলং শীতং সমস্পশাস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাওদ ব্যবস্থিতিঃ । কণ্টকের তীক্ষ্নতা কে বিধান করলো? ময়ূর পাখির বিচিত্রভাব কোথা থেকে সৃষ্টি? ইক্ষুর মধুরতা ও নিমে তিক্তে ভাব কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ? স্বভাববাদি বলেন এই সমস্ত কিছুই স্বভাব নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে।

উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে কার্যকারণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার্থে চার্বাকের আকস্মিকতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও তাঁর খন্ডন করেছেন। চার্বাকগণ বলেছেন, কার্য পদার্থ স্বীকার করা গেলেও তার কারণ স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। তাঁর উত্তরে নৈয়ায়িক বলেছেন, কার্য স্বীকার করলে তার কারণ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেহেতু কার্য কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখন থাকে, কখন থাকে না। আর কার্য 'কাদাচিৎক' বলে কার্য সাপেক্ষ হবে। যা কোন কিছুর অপেক্ষা করে না তা সর্বদা থাকবে, যেমন 'আকাশ'। আকাশ কোন কিছুর অপেক্ষা করে নাই। এইজন্য তা সৎ ও নিত্য বলে সর্বদা থাকে। আবার, শশশৃঙ্গাদি অলীক বলে কোন সময়ে তার সত্তা থাকে না। এখন কার্য যদি সৎ হয়ে নিরপেক্ষ হত তাহলে তা সর্বদা থাকতো। আর কার্য যদি অসৎ হত তাহলে তা কখনোই থাকতো না। কিন্তু এই দুঃখময় সংসাররূপ কার্যতো এরূপ নয় তা কদাচিৎ থাকে, আবার কদাচিৎ থাকে না। এইজন্য তা নিরপেক্ষ নয়, কারো না কারো অপেক্ষা করে। আর, যার অপেক্ষা করে তাই কারণ হবে। যখন সেই কারণের উপস্থিতি হয় তখন কার্য উৎপন্ন হয়। আর যখন সেই করণের নিবৃত্তি হয়, তখন কার্যও নিবৃত্ত হয়।

বৌদ্ধদর্শনে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে, ঘটাদি কার্যবস্তু পরমাণু সমূহের সমুদায় ছাড়া কিছু নয় এই পরমাণুসমূহের দৈহিক সংমিশ্রণ সম্ভব নয়। বিশিষ্টপরমাণুসমূহের ধর্মসান্নিধ্যকে দৈহিক সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করা হয়। বৌদ্ধ মতে জগতের সকল কিছুই ক্ষনিক। স্থায়ীপদার্থ বলে কিছু নেই সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্। সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় ক্ষণিকত্ত্ববাদী রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁরা অর্থক্রিয়াকারিত্বকে সৎএর লক্ষণ বলেছেন। জগতের এমন কোন বস্তু নেই যা হতে কিছু জন্মায় না। সুতরাং, প্রয়োজনানুসারী ক্রিয়াসম্পাদনের সামর্থ্য বা কিঞ্চিৎকার্যকারিত্ব হল সত্তা— 'সৎ সৎ তৎ ক্ষনিকং', অর্থাৎ যা সত্তা বিশিষ্ট তা ক্ষনিক। মেঘ প্রতি মুহূর্তে নবরূপ ধারণ করে তা ক্ষণিক, আবার, ঘট, বীজ প্রভৃতি পদার্থে ক্রিয়াসম্পাদনরূপ সত্তা প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তারাও ক্ষণিক। এরা স্থায়ী নয়।

বৌদ্ধমতে স্থায়ীবস্তুতে ক্রিয়াসম্পাদনের সামর্থ্য দেখা যায় না। প্রশ্নানুসারে, কোনও বস্তুর বর্তমানরূপে উৎপাদনকালে ঐ বস্তুর ভূতভবিষ্যৎরূপ উৎপাদনে স্থায়ী কর্তার সামর্থ্য

আছে কিনা? যখন কুম্ভকার একটি ঘট উৎপাদন করে তখন যদি তার ভূতভবিষ্যৎ ঘটোৎপত্তিতে সামর্থ্য থাকে তাহলে একই সময়ে ত্রৈকালিক ঘটোৎপত্তির প্রসঙ্গ হবে। কারণ সামর্থ্য ব্যক্তিকালক্ষেপ সহ্য করে না। যদি কুম্ভকারের পূর্বোক্ত সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার দ্বারা ভূতভবিষ্যৎকালেও তৎতৎকালিক ঘটোৎপত্তি কখনওই সম্ভব হবে না।

বৌদ্ধ দার্শনিক বলেন স্থায়ী বস্তুর পক্ষে যুগপৎ বা ক্রমে কোন ভাবেই কার্যোপক্তি সম্ভব নয়। আবার সহকারী কারণের সাহায্যেও কার্যোৎপত্তি হলে অর্থাৎ যদি বলা হয় মূল কারণের সঙ্গে সহকারী কারণ থাকলে তবেই তা কার্যোৎপত্তিতে সমর্থ হয় তাহলে মূল কারণ বা প্রধান কারণের কারণতা ব্যর্থ হয়। আবার স্থায়ী পদার্থ যদি যুগপৎ কার্য-কারণ সমর্থ হয় তাহলে প্রশ্ন হয়, সেই সামর্থ্যরূপ স্বভাব উত্তরকালেও অনুবর্তিত হয় কিনা? যদি উত্তরকালেও তার স্বভাবের অনুবর্তন হয় তাহলে সেই সেই কালেও, সেই সেই কার্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ আসবে। যেহেতু স্বভারের নাশ হয় না। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। যদি বলা হয় উত্তরকালে তার সামর্থ্যের অনুবর্তন হয় না তাহলে বস্তুতঃ বস্তুর স্থায়িত্বের উৎখাত হবে। কারণ বস্তুকে সামর্থ্য ও অসমার্থ্য ধর্মবিশিষ্ট বলা হলে, এরা বিরুদ্ধধর্ম হওয়ায় বস্তু ক্ষণিক হয়ে পড়ে। তাঁরা বলেন, বিরুদ্ধধর্ম বিশিষ্ট বস্তু ক্ষণিক হয়। বীজের মধ্যে সামর্থ্য ও সামর্থ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হলে তা ক্ষণিকই হবে। যেমন শীত উষ্ণ বিশিষ্ট দ্রব্য। মেঘ ও পুনং পুনঃ পরিবর্তিত হয়ে ক্ষণিক হয়।

বৌদ্ধ দার্শনিক বলেন, সৃষ্টির পূর্বে কিছু না থাকায় অভাব থেকেই বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের ক্ষেত্রে বীজ নাশ না হলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং সেখানেও তাঁরা অভাব থেকে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন। সাংখ্যদর্শনও বস্তুর পরিবর্তন বা পরিণাম স্বীকার করে কিন্তু তা বৌদ্ধের ক্ষণিকত্ববাদ থেকে ভিন্নমত।

ন্যায় ও বৈশেষিক কার্য ও কারণের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাঁদের কার্যকারণতত্ত্ব অসৎকার্যবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এর অপর নাম আরম্ভবাদ। অসৎকার্যবাদ অনুসারে 'কার্যং অসৎ' অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য তাঁর উপাদান কারণে অসৎ। ঘটরূপ কার্য উৎপন্ন হওয়ায় পূর্বে তার উপাদান কারণ মৃত্তিকাতে কোনরূপেই থাকে না। কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বস্তু। অর্থাৎ অসৎকার্যবাদ অনুসারে 'সতঃ অসৎ জায়তে', অর্থাৎ সৎ হতে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয়। কার্যোৎপত্তির অর্থ হচ্ছে নতুনের সৃষ্টি বা নতুনের আরম্ভ। মৃত্তিকায় ঘট থাকে না। কুম্ভকার নিজ প্রযত্ন দ্বারা দন্ড, চক্রাদির সাহায্য নতুন ঘটের জন্ম দেয়। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পরে কার্য অসৎ, কেবল মধ্যবর্তীকালে সৎ। জগতের উপাদান কারণ পরমাণু সমূহ সৎ বা নিত্য। পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণরূপ দ্রব্য অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যমান দ্ব্যনুকরূপ কার্যের (অবয়বী-দ্রব্যের) উৎপত্তিই আরম্ভ বা সৃষ্টি হওয়ায় অসৎকার্যবাদকে আরম্ভবাদ নামে অভিহিত করা হয়। অসৎ কার্যবাদই আরম্ভবাদের মূল।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে বস্ত্রাদি কার্যের তিনটি রূপ কল্পনা করা যেতে পারে অবয়ব শূণ্যতা, অবয়বের অনন্ততা অথবা পরমাণুরূপ অণুপরিনামযুক্ত। ঘটে কপালসমূহ রূপ অবয়বের, বস্ত্রে তন্ত্রসমূহরূপ অবয়বের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং বস্তুসমূহ অবয়বহীন নয়, সুতরাং প্রথমকল্প যুক্তিহীন। যদি বস্তুসমূহকে অনন্তঅব যুক্ত বলা হয়, তবে পর্বত ও সর্ষপ উভয়ই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় তুল্য পরিমাণ হয়ে যায়। সুতরাং দ্বিতীয় কল্পও গ্রাহ্য নয়। অতএব পদার্থগুলি পরমাণুরূপ অণুপরিণামযুক্ত, একথা স্বীকার

করতে হয়। এই সকল পরমাণুর সংখ্যাগত পরিসংখ্যান না থাকলেও জাতিগত পরিসংখ্যান আছে। ঈশ্বর কর্তৃক জীবের কর্মানুযায়ী পদার্থগুলির সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য অহেতুক নয়। অনেক জীবে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য অহেতুক নয়। অনেক জীবে সমবেত ধর্মাধর্মসংস্কার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়।

সাংখ্যদার্শনিকগণ অসৎকার্যবাদ খন্ডন করেছেন। তাঁদের মতে ঘটরূপ কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তার উপাদান কারণে প্রচ্ছন্নভাবে বা অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। তাহলে কারণই কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। কারণের মধ্যে যা অপ্রকটরূপে থাকে তারই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হচ্ছে কার্যোৎপত্তি। ঘট মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, কুম্ভকার দন্ড, চক্র প্রভৃতির সাহায্য মৃত্তিকায় অব্যক্ত অবস্থায় থাকা ঘটকে ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকট করে মাত্র। সৎকার্যবাদ অনুসারে, 'সতঃ সৎজায়তে' অর্থাৎ সৎ থেকে সৎ এর উৎপত্তি হয় এঁদের মতে এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়। কারণ সৎ কার্যও সৎ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ, বিনাশের পরও সৎ। কিন্তু যা সৎ, যা আছে, তা আবার উৎপন্ন হবে কি করে? সাংখ্যদার্শনিক বলেন 'উৎপত্তি' মানে অভিব্যক্তি। অনভিব্যক্ত অবস্থা থেকে অভিব্যক্ত অবস্থায় আসার নামই উৎপত্তি। কুম্ভকার তার চক্র, যষ্টি ইত্যাদির দ্বারা মাটির পিন্ডাকারকে দূর করে ঘট কারকে অভিব্যক্ত করে। এই অভিব্যক্তিই হল উৎপত্তি।উৎপত্তির পূর্বে কার্য যে উপাদানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তা বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তির দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিল থেকে তেল হয়, মাটি থেকে ঘট হয়। এর কারণ, তিলে তেল অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে; মাটিতে ঘট অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। যদি তিলে তেলের অভাব থাকত, মাটিতে ঘটের অভাব থাকত, তাহলে তিলের কাছে তেলও যা, ঘটও তাই হত; মাটির কাছে ঘটও যা, তেলও তাই হত। তিলে তেলের অভাব আছে, ঘটেরও অভাব আছে। কাজেই এ ব্যাপারে তেল ও ঘট তিলের কাছে সমান। তাহলে তিল থেকে ঘট হবেনা কেন? ঠিক সেই যুক্তিতে একথাও বলা যায়, মাটি থেকে তেল হবে না কেন? কাজেই কার্য যদি উপাদানে সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সব কিছু থেকে সব কিছুর উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এমন কথা কখনও বলা যায় না । কেউ বলতে পারেন যে বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ কার্যের উৎপত্তির জন্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদানে তার সূক্ষ্মরূপে বিদ্যামানতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই; একথা মেনে নিলেই হয় যে বিশেষ বিশেষ উপাদানের বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপত্তির শক্তি আছে। কাজেই তিল থেকে তেল হয় কিন্তু ঘট হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে, উপাদানের এই যে শক্তি, তাকি কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না অসম্বদ্ধ? যদি বলা হয় সম্বন্ধযুক্ত, তাহলে তেলকেও উৎপত্তির পূর্বেই কোনও না কোনও রূপে সৎ বলে মানতে হয়; তা না হলে, ঐ শক্তি তার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে কি করে? সৎ ও অসৎ এর মধ্যে কোন সম্বন্ধ হয় না। আর যদি বলা যায় যে উপাদানের শক্তির সঙ্গে কার্য সম্বদ্ধ নয়, তাহলে তা ঐ বিশেষ কার্যের শক্তি বলে বিবেচিত হবে কেন? তিলের যে শক্তি তা যদি তেলের সঙ্গে অসম্বদ্ধ হয়, তাহলে তাকে তেল উৎপাদিকা শক্তি বলার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া, ঐ শক্তির যদি তেলের সঙ্গে সম্বদ্ধ না থাকে, তাহলে তা থেকে তেল উৎপন্ন না হয়ে ঘটও উৎপন্ন হতে পারে। তিলের যে শক্তি, তার সঙ্গে তেলের সম্বন্ধ নাই, ঘটেরও সম্বন্ধ নাই। শক্তি যদি অসম্বদ্ধ কার্যকে উৎপন্ন করতে পারে, তাহলে তিল থেকে ঘট উৎপত্তিতে আপত্তি কি? কাজেই, একথা বলতেই হয়, কার্য উৎপত্তির

পূর্বেও সৎ, উপাদান রূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায় সৎ। উপাদান কারণ ও কার্য, দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। কার্য কারণত্মক। আমরা ঘটকে মৃত্তিকাত্মক বলেই বুঝি, স্বর্ণবলয়কে স্বর্ণাত্মক বলেই বুঝি। যদি উপাদান কারণ ও কার্য ভিন্ন বস্তু হত, তাহলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারত। গৌ ও অশ্ব দুটি ভিন্ন বস্তু। কাজেই, গরু অশ্ব ছাড়া থাকে অশ্ব গরু ছাড়া থাকে। কিন্তু ঘট মাটিকে ছেড়ে থাকে না, স্বর্ণবলয় স্বর্ণকে ছেড়ে থাকে না। তাছাড়া উপাদান কারণ যদি কার্য থেকে আলাদা হত, তাহলে উপাদানের ধর্ম তার কার্যের ধর্ম হত না। কিন্তু যে সোনার বালা বানানো হয় তার ওজন এবং ঐ বালার ওজন একই। কাজেই উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন। অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত অবস্থার পার্থক্যের জন্যই উপাদান কারণ ও কার্যের আকার আলাদা, নাম আলাদা, যে প্রয়োজন মেটায়, তাও আলাদা।

সাংখ্য সৎকার্যবাদ পরিণামবাদী। তাঁদের পরিণামবাদ প্রকৃতি পরিণামবাদরূপে খ্যাত। উপাদানসমসত্তাককার্যাপত্তিঃ অর্থাৎ উপাদানের সমান সত্তাবিশিষ্ট কার্যাকার প্রাপ্তি হল পরিণাম। যেমন দুধের দধিভাবপ্রাপ্তি। দুধের ব্যাবহারিক সত্তার সমানসত্তাবিশিষ্ট দধিরূপ কার্য হল দুধের পরিণাম। পরিণামবাদ অনুসারে, যখন কারণ হতে কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যের পরিণত হয়। মৃত্তিকা হতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকাই ঘটে পরিণত হয়। ঘট হল মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ব্রহ্ম পরিণামবাদ স্বীকার করেন। রামানুজের মতে, ব্রহ্মা হল সগুণ, সমস্তদোষ রহিত, অসংখ্য কল্যাণগুণের অধিকারী। রামানুজ বলেন, শ্রুতি ও স্মৃতি সগুণ ব্রহ্মাই কীর্তিত হয়েছে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বলেন, শ্রুতিতে যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়েছে সেখানে ব্রহ্মো জগতের সমস্ত হেয় গুণের লেশমাত্র নেই, একথাই বলা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্রহ্মাই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনি অন্তর্যামীরূপে জগতের নিয়ামক। তাঁর মতে, ব্রহ্মের দুটি অংশ, চিৎ ও অচিৎ। চিৎ জীব, অচিৎ জড়। জগৎ ও ঈশ্বর ত্রিবিধ পদার্থই সত্য। শ্বেতাশ্বোত্তর উপনিষদে বলা হয়েছে পরব্রহ্মে ত্রিবিধ বস্তুই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থে হলেও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। ভোক্তা ও ভোগী অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়তেই ঈশ্বর অন্তযামী। এইজন্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কার্যাবস্থাপন্ন (স্কুল) ও কারণাবস্থাপন্ন (সূক্ষ্ম), চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থকে পরমেশ্বরের শরীররূপে বর্ণনা করেছে। 'এখানে বহুত্ত্বকেই' বা 'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়' এই সকল শ্রুতির অর্থ হল পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বরেরই প্রকারমাত্র। ঈশ্বরই মায়ারূপে অবস্থান করে। চিৎ ও জড় হল ব্রহ্ম পদার্থের শরীর। প্রলয়কালে প্রকৃতি ও পুরুষ নানারূপ ভেদশুন্য হয়ে ব্রহ্মে বিলীন থাকেন। এই অব্যাখ্যাকৃত অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তাঁরা ব্রহ্মের দুটি অবস্থা স্বীকার করেন কারণবস্থা ও কার্যাবস্থা। প্রলয়কালে জীব ও জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। সেই সূক্ষ্মদশাতে তাঁদের নামরূপের বিভাগ তিরোহিত হয়। এ টি ব্রহ্মের কারণাবস্থা। আবার দৃষ্টিকালে চিৎ ও জড় নামরূপের বিভাগে বিভক্ত হয়ে স্থূলাকার ধারণ করে। এটি হল ব্রহ্মের কার্যাবস্থা। এই অবস্থায় অচিৎ পদার্থের ভোগ্য অর্থাৎ বিষয়, ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ এবং ভেদ ব্রহ্মের স্কুল জীব ও জড় শরীর। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। রামানুজের মতো নিম্বকাচার্য ও ভাস্করাচার্য ও বেদান্ত মতে পরিণামবাদী। পরিণামবাদীরা সকল বস্তুকে সত্য বলে স্বীকার করেন। এঁদের মতে মিথ্যা বলে কোন পদার্থ নেই। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মক্ষ উপাদান কারণ, সাংখ্য

মতে প্রকৃতি উপাদান কারণ। সাংখ্য প্রকৃতি পরিণাবাদী। তাঁরা প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম স্বীকার করে থাকেন। রামানুজ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপই তার পরিণাম।

অদ্বৈত বৈদ্বান্তিক শঙ্কর বিবর্তবাদী। বির্ববাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না, কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। 'উপাদানবিষয় সত্তাক কার্যাপত্তিঃ' অর্থাৎ উপাদানের অসমান সত্তাবিশিষ্ট কার্যাকার প্রাপ্তি হলে সেই কার্য উপাদানের বিবর্ত। যখন আমরা অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন রজ্জু সত্যিই সর্পে পরিণত হয় না, রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, কার্য কারণের পরিণাম নয়, প্রতিভাত রূপ বা বিবর্তমাত্র। আবার ব্রহ্ম জগতের কারণ। অপরিণামী ব্রহ্মের পরিণাম হতে পারে না। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন। অবিদ্যার প্রভাবে জীব ব্রহ্মস্থলে জগৎ প্রত্যক্ষ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না। ব্রহ্মাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা থাকলেও, পারমার্থিক সত্তা নেই। এখানে মায়াময় বা অনির্বচনীয় পদার্থকেই মিথ্যা বলা হয়েছে। মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় যে জগৎ তার প্রতীতি হয় বলে জগৎকে আকাশ কুসুমের ন্যায় অসৎ বলা যায় না। আবার জগৎকে সৎ ও অসৎ বলা যায় না। কেননা ব্রহ্ম জ্ঞানে জগৎ সৎরূপে এবং অসৎরূপে অনির্বচনীয়। 'জগৎ মিথ্যা' অর্থে 'জগৎ অনির্বচনীয়'। আর অনির্বচনীয়ত্বই জগতের মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক। মিথ্যা জগৎ পরম সৎ ব্রহ্মের পরিণাম হতে পারে না।

Bibliography

- চার্বাক দর্শন, দক্ষিনারঞ্জন শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯
- উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমঞ্জলী, শ্যামাপদ মিশ্র (অনুবাদ), ১৩৯০
- ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, ১৯৮৫
- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমদী, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (অনুবাদ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৬

——